অতএব। চন্দ্রবদনবাবু আপনি আর আনন্দ একটু বাইরে আসুন—কিছু ব্যক্তিগত কথা আছে।

[চন্দ্রবদন, আনন্দবাজার এবং অতএবের প্রস্থান।]

ইত্যাদি। নাটক জমে যাবে মনে হচ্ছে—জয় গুরু···আমি দোকানটা একটু দেখে আসি···কচুরিগুলো ঠিকমত ভাজা হলো কি না কে জানে—যাই—[প্রস্থান]

চুমকি। তুমি কচুরিই ভাজো।··· আমি আর শুধু শুধু এখানে বসে থেকে কি করবো? হঠাৎ, তুমি আমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসবে?

জুলফি। নিশ্চয় দিয়ে আসবে। বস্, দিদিকে পৌঁছে দিয়ে এসো। চল্ বে লটকা।

[জুলফি আর লটকা পরস্পর চোখ টিপে ইসারা করে বেরিয়ে যায়।]

চুমকি। (উত্তমকে) তুমি যদি কিছু মনে না করো, একবার বাইরে যাবে? হঠাৎ-এর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

উত্তমবাক। নিশ্চয় যাবো। তোমাদের অসুবিধে হলে আমার এখানে থাকা অন্যায়। চুমকি—মিস্টার ঘোষের সঙ্গে দেখা হলে বলবে, আমি কাল খুব একটা বিশেষ দরকারে ওর কাছে যাবো। ···থ্যাংকিউ।

[উত্তম 'থ্যাংকিউ' বলবে একটু উচ্চগ্রামে, তারপর প্রস্থান।]

হঠাৎ। চুমকি, তোমার নীরবতা অনেকদিন সহ্য করেছি। আর নয়। আজ বলতেই হবে, তোমার বাড়ী কোথায়, তোমার অভিভাবক কে?

চুমকি। বাড়ীর খবর জেনে কি হবে ডার্লিং?

হঠাৎ। ডার্লিং—আবার বল চুমকি, আবার বলো—ডার্লিং! চুমকি, তোমার মত এমন মধুর সুরে ভারতের প্রতিটি যুবতী যদি প্রতিটি যুবককে আহ্বান করতে পারত—তাহলে যুবকেরা রাতারাতি তৈরী হয়ে উঠতো এক একটি তেজী সৈনিক। প্রেমের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তারাই ভারতের মাটিকে—শক্ত হাতে ধরে রাখতো। আমি আজ দ্বাদশ বৎসরাধিক প্রেমিক প্রেমিকার শত্রু সেজে এসেছি, তাই বাস্তব জীবনেও প্রেমের পথে এগোতে ভয় পেয়েছি। ভেবেছি, যাকেই আমার অন্তরের ব্যাকুলতা উজাড় করে দেবো সে-ই আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে। আজ এই প্রথম, বাংলারই এক যুবতী আমাকে হৃদয় দিয়ে ডাক দিলো—ডার্লিং, আবার ডাকো চুমকি, আবার ডাকো—

চুমকি। ডার্লিং, বলি বলি করেও তোমাকে অনেক কথা বলা হয়নি।

হঠাৎ। তোমার যা মনের কথা আছে সব বলে যাও। তোমার যা কামনা বাসনা আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে সব হড়হড়িয়ে মুক্ত করে দাও। তোমার যা বাধা আছে, বিবৃত কর। আমি হঠাৎ মুখার্জী যদি শক্তির পূজারী হয়ে থাকি, তবে তোমাকে আমি উদ্ধার করবোই।

চুমকি। হঠাৎ, তোমাকে আমার কী যে ভালো লাগে—!

হঠাৎ। ভালো লাগে—! অর্থাৎ আমি তোমার মনের মত?

চুমকি। ইয়েস্ ডার্লিং।

হঠাৎ। সে-আমি বুঝেছি চুমকি, সে-আমি বুঝেছি। যখনই তোমার

পদচিহ্ন এখানে পড়েছে—তখনই জেনেছি তোমাকে দিয়েই আমার হৃদয়ের ইচ্ছেটা পরিপূর্ণ হবে। অনেকে বলেছে, তুমি নাকি আনন্দকে ভালোবাস, তুমি নাকি উত্তমকে ভালোবাস!

চুমকি। তাও কি কখনো হয়! ওদের সেই যোগ্যতা কোথায়?

[উঠে দাঁড়ায়]

হঠাৎ। (চুমকির হাত ধরে বসিয়ে দেয়) বোসো চুমকি বোসো, এমন করে কথা বলার সুযোগ আর কোনদিন পাবো না। তুমি আমার কোন্ গুণটিকে ভালোবাস চুমকি, আমার হৃদয়কে, না, আমার শক্তিকে?

চুমকি। তোমার হৃদয় তো এখনো সম্পূর্ণ মুক্ত হয়নি হঠাৎ। তোমার দেহের সৌন্দর্য এবং তোমার বাক্যজাল আমাকে অবাক করে দিয়েছে। যেদিন প্রথম বুঝেছি, তোমার মধ্যে একটা ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে—

হঠাৎ। (উঁচু গলায়) বলে যাও চুমকি, বলে যাও—আর আমার মধ্যে কী দেখেছো?

চুমকি। একটু আস্তে কথা বল। এখানে গলা উঁচু করে আলাপ করা নিরাপদ নয়। বলা তো যায় না—কোত্থেকে কী হয়!

হঠাৎ। সে-ভয় হঠাৎ মুখার্জী করে না—লোকবল এবং চরিত্রবল দুইয়ের শক্তিতেই সে বলীয়ান। আমাদের এই আলাপকে যে মূর্খ অশালীন বলে ঘোষণা করবে, তাকেই অন্ধকার দোজখের পথ চিনিয়ে দিতে বিলম্ব হবে না।

চুমকি। আচ্ছা—তুমি কি যাত্রার পার্ট ছাড়া নিজের মনের কথা কিছু শোনাতে পার না?

হঠাৎ। ক্রমশ শুনবে চুমকি, ক্রমশ শুনবে। এতদিন তো নারীর রূপই দেখে এসেছি—হৃদয় দেখিনি। আজ এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে তোমার হৃদয় বুঝি বসন্তের গান গাইছে।

চুমকি। আমি যদি এই অবস্থায় উত্তম কিংবা আনন্দকে বিয়ে করি, তুমি কি করবে হঠাৎ?

হঠাৎ। আমাকে কিছু করতে হবে না। লটকা আর জুলফি ওদের এমন জায়গায় পৌঁছে দিয়ে আসবে, যেখান থেকে ফিরে এসে আর বিয়ের মালা গলায় পরতে হবে না। সে-সাধ চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

চুমকি। তাহলে সত্যিই তুমি আমাকে ভালোবাস?

হঠাৎ। এখনো কি সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে চুমকি? তন্দ্রা, নলিনী, রমাকে আমার ভালো লেগেছিলো—কিন্তু তাদের আমি ভালোবাসতে পারিনি। কারণ তাদের স্বতন্ত্র নায়ক ছিল।

চুমকি। বুঝেছি। সারাজীবন তুমি আঘাত পেয়েছ?

হঠাৎ। আঘাতে আঘাতে আমার ফুসফুস ঝাঁঝরা হয়ে গেছে মাই ডার্লিং!

চুমকি। তোমার ফুসফুস যাতে অক্ষত থাকে সেই চেষ্টাই আমি করবো। আজ আমি আসি।

হঠাৎ। যাবে যখন বলছো, যাও। তবে হেঁটে যেও না—একটা রিক্সা নিয়ে নিও। সাবধান—পথে একশো চুয়াল্লিশ ধারা আছে।

চুমকি। ঘাবড়িও না। আমার চোখে তার চেয়েও বেশী ধার আছে। বা-ই—[প্রস্থান]

হঠাৎ। এইবার? কে আছে এমন নরাধম আমার সঙ্গে পাঞ্জা লড়বে? উত্তম? আনন্দ?

[উত্তম? আনন্দ? একেকজনের নাম বলবে, আর বিশ্রীভাবে হাসবে। তখন পিছন থেকে জুলফি লটকার প্রবেশ।]

হঠাৎ। কার এমন বুকের পাটা আছে আমার সঙ্গে ডুয়েল্ লড়বে?

জুলফি। দ্যাখ বে লটকা দ্যাখ্, বস্ কেমন উত্তমকুমার আর প্রাণের হাসি পাঞ্চ করে হড়কাচ্ছে দ্যাখ্!

লটকা। শ্লা যেন নট ভৈরব!

হঠাৎ। তোরা যদি পাশে থাকিস, আমি কাউকে পরোয়া করবো না।…ঐ দ্যাখ—আমি আর চুমকি ফুলে ফুলে সাজানো অশ্বপৃষ্ঠে হাজারো জনতার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছি—সেদিন খুবই নিকটে। হে ভৈরব—! শক্তি দাও।

[আলো নেভে।]

গোরুরগাড়ির হেডলাইট

— — — — — — — —

● পঞ্চম দৃশ্য ●

....

[স্বাবলম্বীর ঘর।]

[স্বাবলম্বীর ঘরে একা চুমকি গান করছে।]

চুমকি। 'মরি মরি একী লজ্জা…'

[গানের শেষে স্বাবলম্বীর বাইরে থেকে প্রবেশ।]

স্বাবলম্বী। দারুণ-দারুণ। কী গানই গাইলি পাগল; ছাগলে ভাঙ্গলো আগল।

চুমকি। ভালো হবে না বলছি!

স্বাবলম্বী। আরে না-না, তুমি ভালোই গাও।…এখন একগ্লাস সরবৎ খাওয়াও তো, বড্ড টায়ার্ড।

চুমকি। তার বেলায় ঠিক আছে!

[ভেতরে যায়]

স্বাবলম্বী। শ্যালিকা কি ফাঁসিয়া গেল?…নাঃ সন্দেহ নেই। নিশ্চয় ভাসিতেছে—ভালোবাসিতেছে। তা নইলে গাইবে কেন—কি যেন গানটা—কিসব লজ্জা-টজ্জা!

[ঝটিকার মতো লটকা আর জুলফির আগমন]

লটকা। কার ধ্যান করছো গুরু, বৌদির নেক্সট্ বুঝি?

স্বাবলম্বী। বাঃ, তুমি তো বেশ ক্যাচ্ করেছো?

৯ জুলফি। আমরা ক্যাচ করবো টাইম মতো, ড্রপ্ করবো টাইম মতো —আজ শ্লা আমাদের কেউ বুঝছে না, দুনিয়া থেকে ফুটে গেলে তখন জানবে—কী মাল ছিল লটকা জুলফি—শ্লা গিনি সোনা।

১০ লটকা। কী বাড়ী লড়িয়েছো গুরু?

১১ জুলফি। সম্মান দিয়ে কথা বল্। বাড়ী কি বে, অট্টালিকা। ছোটবেলায় পড়িসনি—পিপীলিকা, অট্টালিকা?

১২ লটকা। পড়িনি আবার? বাবা মাইরি হেভি প্যাঁদাতো, বলতো—পড়্—কুজ্ঝটিকা, নাবালিকা—

১৩ জুলফি। যা শ্লা—নাবালিকা পেলি কোথায়?

১৪ স্বাবলম্বী। জুলফি, তোমাকে না কদ্দিন বলেছি—লেখাপড়া জানা ছেলে হয়ে যখন তখন কথায় কথায় অমন শালা-টালা বলবে না।

১৫ জুলফি। সরি গুরু—ভেরি সরি।

১৬ লটকা। আমি ওর হয়ে ক্ষমা চাইছি। এটা ফুটপাত নয়, একটু সমঝে চলবি বে।

১৭ স্বাবলম্বী। তোমাদের দরকারটা কী ঝটপট্ বলে ফেল—আমাকে এক্ষুনি জরুরী কাজে বেরোতে হবে।

১৮ জুলফি। আমাদেরও কম জরুরী কাজ নেই গুরু। শ্লা—, ও, সরি। থিয়েটারের সব ভার তো আমাদের ওপর ফেলে দিয়েছ! কিন্তু এদিকে যা সব হচ্ছে না—এ রকম হলে কারবার বাণ্ডিল হয়ে যাবে! কথাটা ঠিকমত শুনলে—বল্না বে লটকা।

১৯ লটকা। ঠিকমত রিহার্সাল হচ্ছে না, কেউ পার্ট মুখস্থ করছে না—যেন কীরকম লারেলাপ্পা অবস্থা! এমন করলে নাটক হবে, না,

হর্সেস্ এগ হবে। তার ওপর আনন্দবাজার ভাবছে মার্কেট ক্যাপ্‌চার করবে।

২০ স্বাবলম্বী। কেন, আনন্দ আবার কী করলো! ব্যাপারটা খুলে বলো—নিশ্চয় আমি একটা ব্যবধান, সমাধান করে দিতে পারবো।

২১ লটকা। আমাদের মধ্যে কোন ঢাকা কথা পাবে না গুরু—এক একটা খাপ খোলা তরোয়াল—স্ট্রেট্ লান্সে গিয়ে হিট্ করবে। তবে এসব ঘরের কথা মার্কেটে—বল্ না বে জুলফি—

২২ জুলফি। বলবো না তো শ্লা ভয় নাকি? তুমি যাই মনে করো গুরু, শ্লা আনন্দর স্পর্ধা লিমিট ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

২৩ স্বাবলম্বী। আবার শ্লা?

২৪ জুলফি। না—না শ্লা ভেবেছে কি! ওপেন্‌লি যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াবে—চুমকি কি ওর শ্বশুর কী বেটী?

২৫ স্বাবলম্বী। তাই নাকি! এতো টয়লেট, টলারেট করা যায় না!

২৬ জুলফি। তাও যদি বুঝতাম চুমকি আনন্দকে ঝুম্‌বরাবর করে—তাহলেও কথা ছিল—যেচে হিড়িক মারার জায়গা পেলে না বাওয়া!

২৭ স্বাবলম্বী। যা বলছো, জেনেশুনে বলছো তো?

২৮ লটকা। তবে? ফালতু কথা আমরা লড়াই না গুরু!

২৯ স্বাবলম্বী। এতই যখন জানো—একটু ঝেড়ে কাশো তো? চুমকি কাকে, মানে ঐ আর কি, একটু—

৩০ লটকা। সে যদি বললে গুরু—তাহলে বলি চুমকির চয়েস আছে মাইরি—মহব্বৎ করনা হ্যায় তো এরকম হীরো দরকার। হঠাৎ

মুখার্জী একটা ফিগার—কী মাস্‌ল্‌ গুরু! ওদের দুজনে একেবারে—জুলফি তুই একটু পোয়েটিক করে হড়কে দে তো।

জুলফি। দুজনেই প্রেমের পাথারে হাবুডুবু ডুবুডুবু গাব্বুস গুব্বাই।

লটকা। এ্যা-ই। যা জানাবার ছিল—জানিয়ে গেলাম। ফারদার এরকম হলে—

জুলফি। আমরা শ্লা বাপের কুপুত্তুর! এক একটার বডি শ্যামবাজারে আর মুণ্ডু বালিগঞ্জে পৌঁছে যাবে।…চল্‌ বে লটকা।

[ওদের প্রস্থান মুখে আনন্দ'র প্রবেশ। তাকে ওরা চুক্‌কি দেয়—এবং প্রস্থান করে। আনন্দ পড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে মুখে বলে 'শা-লা'।]

আনন্দবাজার। ছাখো ঘোষদা, জীবনে খুব অল্প দিনই আমি রাগ দেখিয়েছি—কারণ ইচ্ছে করেই আমি রাগিনি—রাগলেই আমার ফেসকাটিং বদলে যায়। আমি তোমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দোবো—এসব লটকাফটকা দিয়ে দু-একলাইন পার্ট করিয়ে নেওয়া যায়—কিন্তু প্রচারকার্য চালানো—ইস্‌! ভাবতে পারি না!

স্বাবলম্বী। আচ্ছা তোমরা কী শুরু করলে বলো তো! ব্যাপারটা ভেঙ্গে বলো।

আনন্দবাজার। ভেঙ্গে বলবার কী আছে ঘোষদা, মানুষ চিরকাল জেনে এসেছে—নায়ক-নায়িকার নাম পোস্টারে প্রোগ্রামে সব জায়গাতেই প্রথমে থাকে—আর আজ চ্যাংড়া দুটোর কাছে শিখতে হচ্ছে—নায়কের নাম যে চুলোতেই থাক্‌, ভিলেনের নাম

টপে থাকবে। আসলে কি জান, চুমকির সঙ্গে আমার এই মেলা-মেশাটা ওরা সহ্য করতে চায় না।

স্বাবলম্বী। অনুমান সত্যি হতেও পারে।

আনন্দবাজার। তাই যদি হয়—আমাকে ছেড়ে দাও, অন্য দলে ঢুকে পড়ি—কারণ নায়কের রোল্‌ও করবো, আবার অস্পৃশ্যের মত দূরে দাঁড়িয়ে থাকব—ও আমার দ্বারা হবে না।

স্বাবলম্বী। হুঁ—তোমার কথায় যথেষ্ট মুক্তি, যুক্তি আছে। তুমি এখন যাও—কী করা যায় দেখছি।

আনন্দবাজার। ও—আর একটা কথা বলে যাই, হঠাৎ মুখার্জী থেকে সাবধান। চুমকির সঙ্গে ওর মেলামেশাটা ভালো ঠেকছে না।

[প্রস্থান]

স্বাবলম্বী। চুমকি—

[চুমকির প্রবেশ]

কী? আড়াল থেকে সব শুনলে তো? তবেই বোঝো জিনিষটাকে কেমন তালগোল পাকিয়েছো?

চুমকি। আমি?

স্বাবলম্বী। তাহলে আমি…এখন এইসব ঝামেলা কিভাবে গ্যারেজ করা যায়, আই মীন্‌ ম্যানেজ করা যায়—তুমিই চিন্তা করো। আমি অয়েল মিল থেকে এখুনি ঘুরে আসছি। [প্রস্থান]

[নেপথ্যে থেকে ডাকতে ডাকতে উত্তমবাক ঘরে প্রবেশ করেই চুমকিকে ছাখে।]

উত্তমবাক। দাদা আছো নাকি! দাদা! একি চুমকি, তুমি এখানে! মানে, এই সময়ে?

চুমকি। বসো। ছাত্র পড়াতে যাওনি!

উত্তমবাক। না। কাল তোমাকে বললাম না, আমি মিস্টার ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে আসবো।...কিন্তু তুমি এই সকাল-বেলায় কেন এসেছো—বললে না তো?

চুমকি। কেন, তোমরা আসতে পারো—আমি পারি না?

উত্তমবাক। নিশ্চয় আসতে পারো। কিন্তু কেন?

চুমকি। মিস্টার ঘোষ হলেন আমার বাবার মামাতো ভাইয়ের পিসতুতো দাদার বড়ো মেয়ের না-হওয়া সন্তানের বাবা।

উত্তমবাক। মিস্টার ঘোষ হলেন তোমার বাবার—

চুমকি। মামাতো ভাইয়ের পিসতুতো দাদার—

উত্তমবাক। বড়ো মেয়ের—

চুমকি। না-হওয়া সন্তানের বাবা।

উত্তমবাক। মামাতো ভাইয়ের পিসতুতো—পিসতুতো ভাইয়ের মামাতো—অনেক দূর-সম্পর্ক!

চুমকি। কেন, একথা তোমাকে আগে বলিনি?

উত্তমবাক। আমি তোমার কে, যে আমাকে সব কথা বলতে যাবে!

চুমকি। তোমাকে আমার ভালো লাগে।

উত্তমবাক। মিথ্যে কথা।

চুমকি। তোমাকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি।

উত্তমবাক। এটা তোমার মুখস্ত করা কথা বাবা। আমি কি জানি না তুমি আনন্দকে ভালোবাসো! আমি কি বুঝি না, তুমি আমাকে অবহেলা কর, আমি কি জানি না—

চুমকি। তুমি কিছুই জানো না উত্তম। বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে বিয়ে পর্যন্ত করতে চাই।

উত্তমবাক। ডোন্ট্ প্রসিড্ ফারদার। (হঠাৎ-ই চুমকিকে চড় মারে—এবং নিজেকে দোষী ভাবে) একি, চুমকি—তুমি কাঁদছো!

চুমকি। তুমি আমার গায়ে হাত দিলে! মিস্টার ঘোষ আসুন, আমি যদি তোমাকে বকুনি না খাওয়াই, তবে আমার নাম চুমকি চ্যাটার্জীই নয়।

উত্তমবাক। এই দ্যাখো দেখি, কোত্থেকে কি হয়ে গেল!...বিশ্বাস করো চুমকি, মেজাজটা আজ বিশেষ ভালো নয়। সকালে উঠেই এক ছাত্রের বাড়িতে টাকার তাগাদায় গিয়েছিলাম। তিন মাস বাকি। আজও দিতে পারবে না বললো—আমি জবাব দিয়ে চলে এসেছি। তার ওপর লটকা যখন বললো তুমি আ-আ—

চুমকি। আনন্দকে ভালোবাসি—

উত্তমবাক। হ্যাঁ—তখন মনটা আরও খারাপ হয়ে গেলো। তাই আমি রাগের মাথায়—

চুমকি। আমাকে মারলে?

উত্তমবাক। হ্যাঁ চুমকি।...তুমি একথা মিস্টার ঘোষকে বলবে না তো?

চুমকি। বলবো না, যদি স্বীকার করো—আমি তোমাকে ভালোবাসি।

উত্তমবাক। স্বীকার করছি তুমি আমাকে সত্যিই ভালোবাসো।...কি জানো চুমকি, আমি গরীবের ছেলে—ভয় হয় তোমাদের দিকে এগিয়ে যেতে—তা নইলে যা সত্য, যা স্বা—স্বা—

চুমকি। স্বাভাবিক—

৭১ উত্তমবাক। হ্যাঁ, স্বাভাবিক, তাকে স্বীকার করবো না কেন ?

৭২ চুমকি। ভয় কিসের! প্রেমের ক্ষেত্রে বা ভালোবাসার মাঠে নেমে পিছিয়ে গেলে তো চলবে না উত্তম।···পৃথিবীর ইতিহাস পড়ে ছাখো—

৭৩ রোমিও। (নেপথ্যে) ঘোষদা আছো নাকি—ঘোষদা—ওরে বাবা—

[রোমিও প্রবেশ করেই চুমকিকে ছাখে—দ্রুত প্রস্থান করে।]

৭৪ উত্তমবাক। চলে গেল।

৭৫ চুমকি। তাতে কি হয়েছে, তুমি তো আছো!

৭৬ উত্তমবাক। না, আমি নেই। আমিও চলে যাবো।

৭৭ চুমকি। আবার!?

৭৮ উত্তমবাক। তাহলে আছি ম্যাডাম।

[আলো নেভে]

গোরুরগাড়ির হেডলাইট

● ষষ্ঠ দৃশ্য ●

[মহলাকক্ষ]

[রোমিও মঞ্চে একা, কে বা কারা এখনো সুদ ছায়নি—সেই নামগুলো শোনাবে—]

রোমিও। ওরে বাবা, এ যে অনেকদিন সুদ দেয় নি!

[পিছন থেকে চুমকির প্রবেশ।]

চুমকি। কিসের হিসেব হচ্ছে রোমিওদা ?

রোমিও। (দাঁড়িয়ে পড়ে) ও কিছু না, এমনি—

চুমকি। আমাকে একা ফেলে তুমি চলে যাচ্ছো ?

রোমিও। আমার যে অনেক কাজ। আমি না হয় আনন্দকে ডেকে দিচ্ছি।

চুমকি। কিন্তু আমার যে তোমাকেই দরকার।

রোমিও। আনন্দ ভালো ভালো গল্প জানে।

চুমকি। ছাড়তো ওসব কথা। আজ যখন তোমাকে একা পেয়েছি তখন তোমার সঙ্গেই আমি গল্প করবো।

রোমিও। দেখুন, আমার অনেক টাকা সুদ বাকী পড়ে আছে— সেগুলো আদায় করে আনি, তারপর—

চুমকি। তখন যদি আকাশে চাঁদ না থাকে!

রোমিও। বিশ্বাস করুন।

চুমকি। কি বিশ্বাস করবো?

রোমিও। থাকবে, চাঁদ থাকবে—আমি থাকবো, আপনি থাকবেন—

চুমকি। আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, আমাকে 'তুমি' বলে ডাকবে।

রোমিও। কাল থেকে তাই হবে।...এখন তাহলে যাই—!

চুমকি। না—আজ তোমার কিছুতেই যাওয়া হবে না রোমিওদা। ...এসো, একসঙ্গে বসা যাক্।

[চুমকি প্রায় জোর করে রোমিওকে বেঞ্চিতে বসায়। রোমিও উঠে পড়ে।]

রোমিও। দেখুন, আমার বসবার ইচ্ছে নেই, তবু আপনি—

চুমকি। আবার আপনি?

রোমিও। তুমি জোর করে বসাবে?

চুমকি। অগত্যা তাই করতে হবে। তুমি যখন বসবেই না—। চলো— ।

রোমিও। দেখুন, ছাখো—আমি যখন চন্দননগরে ছিলাম সেখানকার মহিলারা কিন্তু এমন করতো না।

চুমকি। তারা হয়তো তোমার মধ্যে তেমন কিছু দেখতে পায় নি, কিন্তু আমার যে তোমাকে না হলে চলবে না রোমিও।

রোমিও। অমন কথা বলবেন না।

চুমকি। আবার—?

রোমিও। ও, ঠিক হয়ে যাবে।

চুমকি। তুমি তো আচ্ছা ভীতু। নারী পুরুষেই তো ভালোবাসা হয়। এতে ঘাবড়ে যাওয়ার কী আছে?

রোমিও। তা বটে!

চুমকি। এই তো বুঝতে পেরেছ!

রোমিও। ছাখো—কে কোথায় দেখে ফেলবে!

চুমকি। এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই—কেউ দেখবে না। এখানে আমরা দুজন। ওদিকে মুখ ফিরিয়ে থেকো না। ছাখো—আমার দিকে তাকাও—।...হ্যাঁ এইতো, বি স্মার্ট।

রোমিও। এবার আমাকে কি করতে হবে চুমকি দেবী?

চুমকি। আবার ঐসব দেবী-টেবী বলছো! এরকম করলে কিন্তু মিস্টার ঘোষকে রিপোর্ট করবোই।

রোমিও। না—না, তা কোরো না। এখানে আমার সুদের ব্যবসাটা ভালো জমেছে। আমার প্রতিজ্ঞা—বৌদির নাকের ডগায় যদ্দিন না বাড়ী হাঁকাতে পারছি তদ্দিন যেন তেন প্রকারেণ টাকা যোগাড় করা ছাড়া আমার কোন লক্ষ্য থাকবে না।...এইতো কত কথা বললাম—এবার তাহলে যাই—

চুমকি। নার্ভাস হওয়ার কী আছে—আমি যখন তোমার সঙ্গে রয়েছি। ছাখো, তুমি এখান থেকে কোথাও যাবে না—রিহার্সাল শেষ হবে...তারপর আরও কথা হবে।...রোমিও, আমি তোমাকে ভালোবাসি, তুমি আমাকে ভালোবাসো?

রোমিও। অন্যদিন বলবো, আজ থাক্।

চুমকি। না, অন্যদিন নয়, আজই তোমাকে বলতে হবে। এখানে এখন

কেউ নেই—তুমি আমার কাছে এসে শুধু একটিবার বলো—চুমকি আমি তোমায় ভালোবাসি।

রোমিও। চুমকি—

চুমকি। আমি তোমায়—

রোমিও। আমি তোমায়—

চুমকি। কাছে এসে বলো। অতদূরে দাঁড়িয়ে কখনো ভালোবাসার গল্প হয়?···বলো, ভালোবাসি।

রোমিও। এটুকু কাল বলবো।

চুমকি। না, এখনি বলো।

রোমিও। এ রকম লতিয়ে পড়ছো কেন?

চুমকি। বলো, ভালোবাসি।

রোমিও। ভালোবাসি।

চুমকি। ও' আমার বনের হরিণ!

রোমিও। সেটা আবার কী! অত মন্ত্র আমি জানি না—আমাকে ছেড়ে দাও।

চুমকি। আঃ দাঁড়াও না। কেন ছটফট করছো? আমি বাঘ না ভালুক—আমি তোমার বান্ধবী। —দেখি তোমার হাতটা!

রোমিও। আবার হাত কি হবে?

চুমকি। (আংটি পরিয়ে দেয়) এটা তোমার হাতে পরিয়ে দোবো। তারপর তোমার ছুটি।

[বলেই আঙুলে আংটি পরিয়ে দেয়। আংটি পরিয়ে দেওয়ার মুহূর্তে লটকা প্রবেশ করে।]

লটকা। লে গুরু—ফটাফট!

[বিশেষ শব্দ করেই প্রস্থান করে]

রোমিও। কে—এ!

চুমকি। লটকা।

রোমিও। লটকা? এবার কি হবে?

চুমকি। কি হবে, কিছুই হবে না।

রোমিও। আমাদের দুজনকেই লটকে দেবে···ছি ছি কী করলেন বলুন তো?

চুমকি। কি করেছি আমি!

রোমিও। প্রকাশ্য দিবালোকে আপনি আমাকে মার্ডার করেছেন।

চুমকি। মার্ডার?

রোমিও। ইয়েস, আমার চরিত্রকে রক্তাক্ত করে দিয়েছেন।···আবার হাসছেন হি হি ক'রে। হাসুন, প্রাণ খুলে হাসুন—আমি আর থাকছি না।

[চুমকির হাসির মধ্যে রোমিওর প্রস্থান।]

চুমকি। রোমিও, তুমি আমাকে এড়িয়ে যেতে পার—কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়ছি না। (অতএব-কে আসতে দেখেই চুমকি প্রসঙ্গ বদল করে।) পাপিষ্ঠ!

[অতএব দ্রুত প্রবেশ করে।]

অতএব। কে? পাপিষ্ঠ কে?

চুমকি। তোমার ঔরঙ্গজীব।

অতএব। তাই বলো। এখনো কেউ আসেনি? নো বডি কাম্?

চুমকি। না—। আমি তো সেই কখন থেকে বসে আছি।

অতএব। অভিনয়ে তো এক একজন চ্যার্লি চ্যাপলিন! আবার